বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
১ম পর্ব পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর -২০২০
তৃতীয় শ্রেণি
বিষয়ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
সিলেবাসঃ ২য় অধ্যায় (ইবাদত)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

ক। রুকুর তাসবিহ কী?

উত্তরঃ সালাতে রুকু করার সময় তাসবিহ পড়তে হয়। রুকুর তাসবিহ হলো-"সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম"।

খ। সিজদার তাসবিহ কী?

উত্তরঃ সালাতে সিজদাহ করার সময় তাসবিহ পড়তে হয়। সিজদার তাসবিহ হলো- "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"।

গ। সালাত কয় ওয়াক্ত?

উত্তরঃ সালাত পাঁচ ওয়াক্ত। আমরা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করব।

ঘ। ওযুর ফরজ কয়টি?

উত্তরঃ সালাত আদায়ের আগে ওযু করা ফরজ। ওযুর ফরজ চারটি।

ঙ। ইসলামের ভিত্তি কয়টি?

উত্তরঃ মহান আল্লাহর কাছে একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

ক। ইবাদত কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত অর্থ গোলামি করা, আমল করা, কাজ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স) এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে । যেমনঃ- সালাত, সাওম, যাকাত, হজ। এছাড়া মিথ্যাকথা না বলা, লেখাপড়া ,খাওয়া, ঘুমানো সবই ইবাদত। আবার সালাম দেওয়া, আব্বা-আম্মার কথা মতো চলা, জীবে দয়া করা, ইত্যাদি কাজগুলো ইবাদত। ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

খ। ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ মহান আল্লাহর কাছে একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম হলো ইসলাম। মহানবি (স) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। যথাঃ ১.ইমান ২. সালাত ৩. যাকাত ৪. সাওম ৫. হজ । সালাত ও সাওম ধনী, গরিব সকলের জন্য ফরজ। আর যাকাত ও হজ ধনীদের জন্য ফরজ।

গ। পাকসাফ থাকলে কী উপকার হয়?

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি নাপাক জিনিস হতে পাকসাফ থাকাকেই পাক-পবিত্রতা বলে। আমাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় পাকসাফ রাখা দরকার। এতে মন ভালো থাকে। অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পাকসাফ থাকলে সকলেই ভালোবাসে। মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়।

ঘ। হাত-পা পরিষ্কার রাখার উপকারিতা কী?

উত্তরঃ হাত-পা পরিষ্কার রাখার অনেক উপকারিতা রয়েছে। হাত-পা পরিষ্কার রাখলে মন ভালো থাকে। অনেক রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন-হাত পরিষ্কার রাখলে খাওয়ার সময় ময়লা পেটে যেতে পারে না। ফলে পেটের অনেক অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিয়মিত হাত-পা পরিষ্কার করলে অনেক চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীর থেকে কোন দূর্গন্ধ বের হয় না। সকলের ভালোবাসা পাওয়া যায়। তাই আমরা হাত-পা পরিষ্কার রাখব।

ঙ। চোখ পরিষ্কার রাখার উপায় কী?

উত্তরঃ আমাদের চোখ দুটি মহান আল্লাহর দান। আমরা নিয়মিত চোখের যত্ন নেব। চোখে হাত লাগাব না। কেননা, হাতে ময়লা ও রোগজীবাণু থাকতে পারে। এতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। ঘুম থেকে উঠে পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে। চোখের পিঁচুটি ভালোভাবে সাফ করতে হবে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। বেশি বেশি সবুজ শাকসবজি খেতে হবে। নিয়মিত ওযু করে সালাত আদায় করলে চোখ পরিষ্কার থাকে।

চ। ওযুর নিয়ম লিখ।

উত্তরঃ সালাত আদায়ের আগে ওযু করা ফরজ। আমাদেরকে নিয়ম মেনে ওযু করতে হবে। ওযুর নিয়ম হলোঃ-১.নিয়ত করা। ২. বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা। ৩. দুইহাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। ৪. তিনবার কুলি করা। ৫. দাঁত মাজা। ৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা। ৭. সমস্ত মুখমন্ডল তিনবার ধোয়া। ৮. কনুইসহ প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত তিনবার ধোয়া। ৯. মাথা ও ঘাড় একবার মাসহ করা। ১০. গিরাসহ প্রথমে ডান ও পরে বাম পা তিনবার ধোয়া। ১১. ওযু শেষ করার পর কালিমা শাহাদত পড়া।

ছ। ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ পাক-পবিত্র হওয়ার প্রধান উপায় হলো ওযু। সালাত আদায়ের আগে ওযু করা ফরজ। ওযুর ফরজ চারটি। যথাঃ-

১. সমস্ত মুখমন্ডল একবার ধোয়া।
২. কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া।
৩. মাথার চার ভাগের একভাগ একবার মাসহ করা।
৪. গিরাসহ দুই পা একবার ধোয়া।

এ গুলোর কোনো একটি বাদ গেলে ওযু হয় না।

জ। দিনে-রাতে কয়বার সালাত আদায় করতে হয়? ওয়াক্তগুলোর নাম লেখ।

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে প্রধান ইবাদত হলো সালাত। দিনে-রাতে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। সালাত পাঁচ ওয়াক্ত। নিচে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম দেওয়া হলো। ১.ফজর ২.যোহর ৩. আসর ৪. মাগরিব ৫. ইশা। এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সকলের উপর ফরজ। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিকভাবে আদায় করব।

ঝ। কীভাবে তাহরিমা বাঁধতে হয়?

উত্তরঃ সালাত আদায়ের জন্য কাবা শরিফের দিকে মুখ করে বিনয়ের সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। এসময় ছেলেদের দুই হাত কান বরাবর এবং মেয়েদের কাঁধ বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু আকবর বলতে হয়। সাথে সাথে ছেলেদের বাম হাতের তালু নাভি বরাবর রেখে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখতে হয়। আর মেয়েদের বুকের উপর হাত বাঁধতে হয়। এভাবে তাহরিমা বাঁধতে হয়।

ঞ। রুকু কীভাবে করতে হয়?

উত্তরঃ আমরা সালাতে রুকু করি। সালাতে রূকু করা ফরজ। সালাতে সুরা ফাতিহা ও অন্য একটি সুরা পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে মাথা ঝুঁকিয়ে রুকুতে যেতে হয়। এ সময় দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতে হয়। যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর থাকে। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁক করে রাখতে হয়। রুকুতে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পড়তে হয়।

ট। সিজদাহ করার নিয়ম বল।

উত্তরঃ আমরা সালাতে সিজদাহ করি। সালাতে সিজদাহ করা ফরজ। সিজদাহ করার নিয়ম হলো- রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যেতে হয়। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু তারপর দুই হাত জায়নামাজে রাখতে হয়। এরপর
দুই হাতের মাঝখানে প্রথমে নাক ও পরে কপাল রাখতে হয়। সিজদাতে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"পড়তে হয়।

ঠ। সালাতের নৈতিক উপকার কী?

উত্তরঃ সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। সালাত আদায় করলে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। এজন্য সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। মানুষের মন থেকে অহংকার দূর হয়ে যায়। একসাথে সালাত আদায় করলে সমাজে ধনী-গরিবের মাঝে পার্থক্য থাকে না। গরিব, দুখীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ধনীদের কাছে বলতে পারে। এতে ধনীরা গরিবদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এভাবে একটি শান্তিময় পরিবেশ গড়ে উঠবে।

বাড়ির কাজ

১। সঠিক উত্তর, শূণ্যস্থান পূরণ, মিলকরণ ইত্যাদি প্রশ্নের জন্য অবশ্যই সিলেবাস অনুযায়ী ২য় অধ্যায়ের পাঠসমুহ মনোযোগের সাথে পড়বে।

২। অনুশীলনীর সঠিক উত্তর, শূণ্যস্থান পূরণ, মিলকরণ ইত্যাদি প্রশ্নগুলো সমাধান করবে।

৩। উপরে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো মুখস্ত করবে।